জাতীয় সেমিনার
ও
International Conference

প্রতিবেদন ২০২২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জাতীয় সেমিনার ও International Conference

তারিখ: ১৫ জুন ২০২২ ও 29 June 2022

প্রতিবেদন ও সারসংক্ষেপ

(Abstracts) ২০২২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জাতীয় সেমিনার ও International Conference

প্রতিবেদন ও সারসংক্ষেপ (Abstracts) ২০২২

সম্পাদক

প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মাহবুবা আক্তার

যুগ্ম-সম্পাদক

নিগার সুলতানা

সহ-সম্পাদক

ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক প্রকাশিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জাতীয় সেমিনার

বিষয়: মাতৃভাষা ও প্রতিবন্ধিতা

তারিখ: ১৫ জুন ২০২২

প্রতিবেদন ও সারসংক্ষেপ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা এবং এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৫ই জুন ২০২২, বুধবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট "মাতৃভাষা ও প্রতিবন্ধিতা" শিরোনামে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামাণিক।

মাতৃভাষায় কথা বলা মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মানুষ তার সেই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এমনই একটি কারণ হলো মানুষের স্নায়ুগত প্রতিবন্ধকতা। সবার ক্ষেত্রে যে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে এমন নয়। অনেক সময় সাধারণ মানুষের ধারণাতেই থাকে না যে, চিকিৎসার মাধ্যমে শিশু, কিশোর কিংবা বয়োবৃদ্ধ মানুষগুলোকে সুস্থ স্বাভাবিক বাক-অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত "মাতৃভাষা ও প্রতিবন্ধিতা" শিরোনামের সেমিনারটিতে মানুষের বাচন সম্পর্কিত এ ধরনের সমস্যা এবং সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন আমাই-এর কর্মকর্তাবৃন্দ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থার কর্মকর্তাগণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাক-কান-গলা বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও কনসালটেন্ট, NAAND (National Academy for Autism and Neuro-Developmental Disabilities) এর প্রতিনিধি, NDD (Neuro-Developmental Disability) Protection Trust এর প্রতিনিধি, RIAND (Research Institute for Autism and Neurological Disorders) এর প্রতিনিধি, ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরর ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ এবং যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলি, ঢাকার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধি, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

সেমিনারটিতে দুই পর্বে মোট ১০ (দশ) টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। প্রথম পর্বে বিশেষজ্ঞ গবেষকগণ ০৫ (পাঁচ) টি এবং দ্বিতীয় পর্বে তরুণ গবেষকগণ ০৫ (পাঁচ) টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর তিন জন আলোচক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে প্রথম পর্বে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধকারগণ হলেন:

ক্র. নং	প্রবন্ধের শিরোনাম	প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী
১.	The Nature of Social Communication of Bengali Autistic Children	জনাব তামান্না তাসকিন সহকারী অধ্যাপক, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাউশি, ঢাকা এবং পিএইচডি গবেষক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২.	Analysis of Disability Exclusion from the Health Care Services	জনাব শারমিন আহমেদ সহকারী অধ্যাপক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩.	বাংলাদেশে 'ভাষিক যোগাযোগ স্বাস্থ্য'-একটি পেশাগত ক্ষেত্র প্রস্তাবনা ও স্বাস্থ্যখাতে এসডিজি বাস্তবায়ন সম্ভাবনা	জনাব তাওহিদা জাহান সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারপারসন যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪.	বাংলা ভাষী ব্রোকা এ্যাফেজিকদের ব্যাকরণ বৈকল্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ	ড. মনিরা বেগম সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫.	Neuroimaging and Post Stroke Aphasia: Inside & Association in Bengali Population	ডা. সাদিয়া সালাম সহযোগী অধ্যাপক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালাইড সাইলেন্স, ঢাকা

উপস্থাপিত ৫ টি প্রবন্ধের ওপর বিষদভাবে আলোচনার জন্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন:
১. ড. সালমা নাসরিন, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২. ডা. সোনিয়া সুলতানা, কনসালটেন্ট, কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডারস বিভাগ, বিআরবি হসপিটালস লিমিটেড, ঢাকা।

সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বে গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের পাঁচজন তরুণ গবেষক। এই পর্বে উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধকারগণ হলেন:

ক্র. নং	প্রবন্ধের শিরোনাম	প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী
১.	Assessment, Diagnosis, Therapeutic Intervention & Progress Report on a Client with Speech, Language or Communication Disorders	ইশতিয়াক রহমান এমএসএস শিক্ষার্থী, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২.	A Child with Cochlear Implant Having Developmental Language Delay	তোরসা জহুর এমএসএস শিক্ষার্থী, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩.	Case study of a patient with stuttering	মু. আব্দুল্লাহ-আল-সাইদ এমএসএস শিক্ষার্থী, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্র. নং	প্রবন্ধের শিরোনাম	প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী
৪.	A Brief Study on Phonological Dyslexia with co-existing ASD-Level	সাদিয়া তাজমিন এমএসএস শিক্ষার্থী, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫.	Overview of a Stuttering Patient	সৈয়দা রুবাইয়া তাবাসসুম নুসরাত এমএসএস শিক্ষার্থী, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপিত ৫ টি প্রবন্ধের উপর বিষদভাবে আলোচনার জন্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন:

১. জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম মৃধা, সহকারী অধ্যাপক, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি বিভাগ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সাইন্স বিভাগ, বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশন্স ইনস্টিটিউট, সিআরপি, সাভার, ঢাকা।

সেমিনারের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মাহবুবা আক্তার। তিনি সেমিনারে উপস্থিত প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তাঁর বক্তব্যে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রবাসি বাঙালিদের চেষ্টায় ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং "মাতৃভাষা ও প্রতিবন্ধিতা" শীর্ষক সেমিনারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্যের সম্পর্ক ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও এর গুরুত্ব থেকেই ১৯৫২ সালে বাঙালি জাতি ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছিলো। মাতৃভাষার জন্য জীবন দেওয়ার কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীব্যাপী মাতৃভাষা সংরক্ষণ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা লাভ করে এবং বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি শিশুকে শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পৃক্ত করার জন্য এবং সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে নানা গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে এবং শ্রবণ, বাচন ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে বর্তমান জনবান্ধব সরকার কাজ করছে। শিশুর শিখন প্রক্রিয়া যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়, কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়ে সে যেন ঝরে না পড়ে সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে নানামুখি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। "মাতৃভাষা ও প্রতিবন্ধিতা" শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত বিশিষ্ট এবং বিদগ্ধ প্রবন্ধ উপস্থাপক এবং আলোচকগণের দিনব্যাপী আলোচনা থেকে বিষয়গুলো বিশদভাবে উপস্থাপিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়া সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলের মতামত প্রদানের মধ্য দিয়ে সেমিনারটি ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে, শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থান থেকে সকলের কাজ করার সক্ষমতা অর্জিত হবে এবং সকলের উপস্থিতিতে সেমিনারটি সফল ও সার্থক হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর স্বাগত বক্তব্য শেষ করেন।

সেমিনারে উপস্থিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামাণিক বিশেষ অতিথির বক্তব্যের শুরুতেই সৃজনশীল চিন্তা

প্রকাশের লক্ষ্যে সেমিনারের আয়োজন এবং সেই সেমিনারে যোগদানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে আইসিটিভিত্তিক উন্নত দেশে পরিণত করার সরকারের যে লক্ষ্য তার সঙ্গে "মাতৃভাষা ও প্রতিবন্ধিতা" শীর্ষক সেমিনারের সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরেন। বাংলাদেশের ইতোমধ্যে স্বল্প-উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ, জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ, মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রকল্প যথাযথ বাস্তবায়ন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজির লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আমার গ্রাম আমার শহর, সমাজের অনগ্রসর জনসাধারণকে এগিয়ে নেওয়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেওয়া ১০টি বিশেষ উদ্যোগ, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়কে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ এবং এগুলোকে বিবেচনায় এনে বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন। উন্নয়ন মূলত একটি বহুমুখি ধারণা যার মূল কথা হলো 'Inclusive Development' এবং সামষ্টিক উন্নয়নের ফলেই অনগ্রসর অবস্থা থেকে উন্নয়নশীল অবস্থায় পৌঁছনো সম্ভব। সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলার যে লক্ষ্যে এসডিজি প্রণীত হয়েছে, যার মূল বার্তা হলো 'Left no one behind' - সেই প্রয়াস বাস্তবায়নে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্নায়ুরোগ এবং শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের অসম্পূর্ণতা। রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে অটিজম বা স্নায়ুবিকাশজনিত রোগের পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীব্যাপী এই রোগের পরিমাণ বেড়ে চললেও এর সঠিক বৈজ্ঞানিক কারণ এখনো নির্ণিত হয়নি। তবে অনুমান নির্ভর যে ধারণা সেটা থেকে বিভিন্ন ধরনের থেরাপি দেওয়া হয়। এসডিজির ১৭ টি লক্ষ্যের মধ্যে ৮, ১১ ও ১৭ নং লক্ষ্যে অনগ্রসর ও যে কোনো ধরনের অক্ষম ব্যক্তিদের এগিয়ে নেওয়ার কথা বলা আছে। তিনি বলেন "মাতৃভাষা ও প্রতিবন্ধিতা" শীর্ষক সেমিনারটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তবতায় এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রাসঙ্গিক সেমিনার। তিনি মনে করেন বর্তমান colaboration এর যুগে সকলের মধ্যে দায়িত্ববোধ, সততা, আন্তরিকতা, পেশাদারিত্ব এবং মানবিকতার মতো গুণগুলো থাকলেই এসডিজির লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব। এ প্রসঙ্গে তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য এবং বাংলাদেশে অটিজম-বিষয়ক জাতীয় কমিটির (Bangladesh National Advisory Committee for Autism and Neuro developmental Disorders) চেয়ারপারসন হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর সমন্বয়ক এবং আরো প্রায় ৩০টি মন্ত্রণালয়ের ফলোআপের দায়িত্ব পালনের বিষয় উল্লেখ করেন - যা সারা বিশ্বের জন্য উদাহরণ। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাঠানো কার্ডে প্রতিবন্ধী শিশুদের আঁকা ছবি ব্যবহার করেন - সেই অসাধারণ উদ্যোগের উল্লেখের মাধ্যমে সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার উদাহরণ সামনে তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান সেমিনারের বিশেষ অতিথি, স্বাগত বক্তা, প্রবন্ধ উপস্থাপক এবং আন্তর্জার্তিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয়কে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, 'মাতৃভাষা এবং সেই ভাষায় কথা বলতে গিয়ে মানুষ যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, সেই বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এবং উপস্থিত প্রবন্ধ উপস্থাপক ও আলোচকদের বিশেষায়িত ক্ষেত্র। তিনি মনে করেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মৌলিক দায়িত্ব হবে জাতীয় এবং

আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'মাতৃভাষা ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা' - এটিকে চিহ্নিত করার জন্য নানামুখি উদ্যোগ গ্রহণ করা। তিনি বলেন, একাডেমিক, প্রশাসনিক এবং কলাকুশলী - এ বিষয়গুলো সম্মিলনে যখন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তখন সে উদ্যোগ টেকসই হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতার ফলে। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে মাতৃভাষা বিষয়ক ঘটনা সম্পৃক্ত; একুশ যখন দেশীয় গণ্ডি অতিক্রম করে বৈশ্বিকতায় ছড়িয়ে যায়, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে, তখন সেটি কেবল একটি তারিখ থাকেনি, বিশ্বের মাতৃভাষা সংরক্ষণের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। একুশের এই অর্জনকে আরো অর্থবহ করার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাই এই প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্যও বৈশ্বিক হয়ে উঠেছে। আজকের সেমিনারে যে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে সেটিও বৈশ্বিক একটি বিষয়। অটিজম শুধু দেশীয় বিষয় নয়, এটি একটি গ্লোবাল ইস্যু। এটিকে দেশীয় কনটেক্সটের বাইরে গিয়ে বৈশ্বিক ইস্যু হিসেবে দেখতে হবে। অটিজম এবং এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা কেবল বাংলাদেশের সমাজে নয় - সারা বিশ্বেই বিদ্যমান রয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মতো বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে অটিজমের মতো বৈশ্বিক ইস্যু নিয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং এ বিষয়ে কাজ করার বিষয় তুলে ধরে বলেন, বিশ্বের আর কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অটিজম বিষয়ে সরাসরি কাজে সম্পৃক্ত থাকার কোনো উদাহরণ নেই। অটিজমকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে সে বিষয়টিও তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপস্থাপিত পাঁচটি সেমিনার পেপার সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া তিনি তাঁর বক্তব্যে তরুণ গবেষকদের মানবকল্যাণমূলক গবেষণা কর্মে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। আর সেটা হলেই সমাজে বিদ্যমান নানা ধরনের প্রতিবন্ধিতা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। এই অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠিত হলে মূলত যে সমাজ আমরা পাবো সেটি হবে মানবিক সমাজ। সকলে মানবিক হলে অটিজমসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধিতার বিরুদ্ধে একটি অসাম্প্রদায়িক মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠন সম্ভব হবে। আর সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মতো বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান এবং "মাতৃভাষা ও প্রতিবন্ধিতা"র মতো আয়োজিত সেমিনার। সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের বিষয়গুলোর প্রায়োগিক দিককে আরো কীভাবে কার্যকর ও বাস্তবধর্মী করা যায় সে বিষয়ে গবেষকদের প্রতি আরো নিবিড় গবেষণার আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সেমিনারে উপস্থাপিত প্রথম প্রবন্ধে জনাব তামান্না তাসকিন বাঙালি সংস্কৃতি ও সমাজে কত ধরনের বিকলঙ্গতা (impairment) বিদ্যমান রয়েছে সেটি তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটির গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন সমস্যার উৎসে পৌঁছতে না পারলে তার সমাধান সম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে বাঙালি সমাজে বিদ্যমান অটিজম সমস্যা অনুসন্ধান করা হয়েছে। সমস্যা নির্ণয় করতে পারলে তার সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা সম্ভব। দ্বিতীয় প্রবন্ধে অটিজম বা প্রতিবন্ধিতা সমস্যা ব্যবস্থাপনার উপায় সম্পর্কে জনাব শারমিন আহমেদ আলোচনা করেছেন। তৃতীয় প্রবন্ধে জনাব তাওহিদা জাহান যোগাযোগ স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, 'স্বাস্থ্য বলতে যে এখন আর কেবল শরীরই একমাত্র উপাদান নয়, মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের সুস্থতার গুরুত্বও অপরিসীম এ

আলোচনায় সে বিষয়টি উঠে এসেছে। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের যোগাযোগ স্বাস্থ্যকে অবহেলা করার আর কোনো সুযোগ নেই।' চতুর্থ প্রবন্ধে ব্যাকরণ বৈকল্য নিয়ে প্রাবন্ধিক ড. মনিরা বেগম তাঁর বিশ্লেষণাত্মক মতামত দিয়েছেন। সাধারণভাবে শিশু যখন ভাষা ব্যবহার শুরু করে, সে স্বাভাবিকভাবেই ভাষার নিয়ম অনুসরণ করে কথা বলে। কিন্তু অনেকে ব্যাকরণিক নিয়ম মেনে নিজের মনোভাব প্রকাশে ব্যর্থ হয়। আর এটা ঘটে থাকে ব্যাকরণ বৈকল্যের কারণে। পঞ্চম প্রবন্ধের গবেষক ডা. সাদিয়া সালাম তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধে বয়স্ক মানুষদের মধ্যে যারা প্রতিবন্ধিতার শিকার হন তার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে স্যাম্পল সাইজ। বাঙালি সমাজে পুরুষের স্ট্রোকের পরিমাণ বেশি দেখা যায়। এর কারণ হিসেবে যা উঠে এসেছে তাতে দেখা যায় সমাজের বৈষম্যের দিকটি প্রকট। বেশির ভাগ পরিবারে নারীদের অসুস্থতাকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয় বিধায় এই গবেষণায় গবেষক পুরুষ রোগীর সংখ্যা বেশি পেয়েছেন। অর্থাৎ প্রবন্ধগুলোতে মাতৃভাষা এবং প্রতিবন্ধিতা নিয়ে আলোচনা স্থান পেলেও বাঙালি সমাজের আর্থ-সামাজিক কারণে যে প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠে।

তরুণ গবেষকদের উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলোতে মাতৃভাষায় প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত বেশ কিছু সমস্যা এবং তার প্রায়োগিক দিক ও সমাধানের উপায় উঠে এসেছে। মূল প্রবন্ধ এবং তরুণ গবেষকদের প্রবন্ধ - উভয় ক্ষেত্রে আলোচকগণ প্রবন্ধগুলোতে যে মানব জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভাষা এবং সেটার অধিকার সকলের আছে, সে অধিকার ক্ষুণ্ন হলে তার প্রতিকার ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে। তাঁদের আলোচনায় গবেষকদের কাছে এ ধরনের গবেষণা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ শুরুতেই সেমিনারে উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সম্মানিত অংশগ্রহণকারীগণ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, মাতৃভাষা একটি মৌলিক অধিকার। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার মতো মাতৃভাষাও মানুষের অধিকার। শিশু ভাষার অধিকার নিয়ে জন্ম নেয়। কিন্তু অনেক শিশু নানা ধরনের সমস্যার কারণে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া বয়স্ক মানুষও স্ট্রোক, ট্রমাসহ নানা কারণে তার ভাষিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তিনি বলেন, আজকের সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহের মাধ্যমে মানুষের সে ভাষাগত অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাঁধার কারণ এবং তার প্রতিকারের নানা উপায় সম্পর্কিত তথ্য উঠে এসেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয় সেমিনার অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণার পূর্বে সেমিনারে উপস্থিত অংশীজনদের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অগ্রগতিমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত চান। অংশীজনগণ বর্তমানে চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতি অনুরোধ জানান। তাঁদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি গৃহীত এবং গৃহীতব্য কিছু কার্যক্রমের উল্লেখ করেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থটির ৫টি নৃগোষ্ঠীর ভাষায় (চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো ও সাদরি) অনুবাদকরণ।

২. বাংলাসহ মোট ১৬টি ভাষায় (বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, স্প্যানিশ, ফরাসি, ইতালিয়ান, আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি, চাইনিজ, জাপানিজ, কোরিয়ান, পর্তুগিজ, রুশ এবং মালেশিয়ান) *বহুভাষী পকেট অভিধান* রচনা।

৩. *মাতৃভাষা পিডিয়া* রচনার উদ্যোগ।

৪. *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব বাংলাদেশ* রচনার উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।

আমাই-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ মহোদয় যে সব কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন সেগুলো বাস্তবায়নে অংশীজনদের প্রতি সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ প্রদানের আহ্বান জানান। সেমিনার অনুষ্ঠানটি সফল করতে দিনব্যাপী আলোচনায় অংশগ্রহণ করায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সেমিনারটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর অনুবিভাগের উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ; সহযোগিতায় ছিলেন অর্থ ও সেমিনার শাখার সহকারী পরিচালক জনাব সংগীতা রুদ্র। এছাড়াও সেমিনারটির প্রতিবেদন প্রস্তুতে দায়িত্ব পালন করেন প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের উপপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির এবং প্রকাশনা (অভিধান ও অনুবাদ) শাখার সহকারী পরিচালক ড. নাজনিন নাহার।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারটি সফল ও সার্থকভাবে সমাপ্ত করতে সার্বিক সহযোগিতা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ।

International Conference
on
Language Documentation Focusing on the Internal Structure of Languages

Date: 29 June 2022
Time: 09:00 AM – 05:00 PM (Bangladesh Time)

Report and Abstracts

An International Conference on "Language Documentation Focusing on the Internal Structures of Languages" was held at International Mother Language Institute (IMLI) on 29 June 2022. The purposes of the conference was to understand the internal structures of the languages to be used in the field of language documentation by investigating cross linguistic variation in the types of grammatical and constructional resources used in individual languages.

The Chief Guest of the conference was the Honorable Deputy Minister of the Ministry of Education, Mohibul Hassan Chowdhoury M.P. The Special Guest was the Secretary of Secondary and Higher Education Division of the Ministry of Education Mr. Md. Abu Bakr Siddique. Director General of International Mother Language Institute (IMLI) Professor Dr. Hakim Arif chaired the conference.

At the beginning of the session, Director General of International Mother Language Institute, Professor Dr. Hakim Arif has delivered inaugural speech. In his speech he said that the seminar would find a solution of the vulnerability of all kinds of languages; specially, dialects and ethnic languages. He also well explained why language structure is important for the language documentation which helps to sustain languages. The languages which are going to be extinct need to be documented. "If we are able to document these, we will be able to document our language and the cognitive ability of the human beings as well for our next generation emphasized by the chair."

The keynote of the conference was presented by the Emeritus Professor of Linguistics at La Trobe University in Melbourne, Australia Prof. David Bradley. The title of his paper was ***Why Language Documentation is***

Essential for Education and Community Development. In his keynote paper Prof David Bradley pointed that, in the countries like Myanmar, Thailand and China, official policy supports early mother tongue education for ethnic minorities, although the implementation was not always followed the nominal policy. He also pointed, "As education in Myanmar is delivered in Burmese, there is no decline in their mother tongue-based education. Mother tongue-based education helps the learners to understand the teacher better. The text books are locally designed with local practices. This helps people's transition in national language."

In China, Chinese people had been able to produce their own materials. Some of these languages are also used in Bangladesh. This may create some issues in its use in Bangladesh. Referring to the case of Lisu which is spoken in Myanmar, Thailand and China, he focused the challenges using the orthography of Lisu in those three countries. The presenter developed orthography of Lisu based on Thai script. At present, it is well established in Lisu community in Thailand. On the contrary, it is not suitable for the use in Lisu communities based in mainly Myanmar and China. So, there should be caution in choosing orthography to be used for a language. Regarding translating scripts, he said that the script of Mru language is very popular in Bangladesh. So, it might be hard to convince that population to opt for Roman based script. In this country, Christian Mru community uses Roman based Mru script. Prof. David Bradley also referred to five different orthography of Lisu language. He said that the choice should be made at the community level.

In an open discussion, Professor Zakaria expressed his view that he observed the local community that developed teaching learning materials in Rakhaine state while doing his field study there. Though these initiatives were not officially recognized, they were still trying to develop their own orthography in this connection. Prof. David Bradley said that some of the language communities in Myanmar are quite advance and they produce their own text books. However, China is lagging behind because of complicated situation as more than 50 ethnic groups used to live there. In spite of such situations, mother tongue based education should move ahead in Myanmar and it should be offered proper support.

In this connection one of the participants asked why language communities do not opt for Chinese Hanges script. Prof. Bradley said that this script is difficult to learn and its use in mother tongue based education might be a challenge to the young learners. It may not be useful also in the context of Myanmar because of different historical and cultural backgrounds. Unstable nature of Chinese characters may hinder its use in this regard. It may also create extra burden on the system of publication.

One of the participants also wanted to know whether learners in Myanmar keep learning in mother tongue or in Burmese as their learning progresses. In some of the areas, they use mother tongue but that is not officially recognized by the government. Everybody speaks and learns in Burmese where the Government controls the educational system. In ethnic minority areas, they may have mother tongue based education. Like other South-Asian countries, English is taught as secondary course in the schools of Myanmar. One of them wanted to know about what could be done for the languages that are spoken but do not have any script. Prof. David Bradley said that most countries provide mother tongue based education for a few years. He opined that the best way to follow the national curriculum with local teachers for the languages that do not have scripts. The local teachers are being considered as educated mother tongue speakers. They may help more effectively in the transition from mother tongue to national/official language. Therefore, it will be a milestone for Bangladesh if a similar mother tongue education policy can also be implemented on the ethnic minority groups in Bangladesh as well. Mohammad Abdur Razzaque Mian from Bangladesh Technical Education Board wanted to know about the challenges faced by the concerned experts in documenting the language-scripts of the ethnic minority communities.

In the next session, Dr. David A. Peterson from USA, Dr. Muhammad Zakaria Rahmen from Japan and Md. Mostafa Rashel from Bangladesh presented their papers.

In his paper titled ***The crucial role of naturalistic texts in language documentation and description: Some lessons from work with languages of the Chittagong Hill Tracts,*** Dr. David A. Peterson states that documentation of language needs corpus of varied genre of natural linguistic texts nowadays.

However, there is controversy among the linguists regarding the use of naturalistic text materials to be gathered in documentation regarded as the standard elements in the description of languages. Most often translational elicitation, wordlist/questionnaire techniques and naturalistic text materials are used to this end. Even if there are very large text markers, one may need to ask for it. For this reason, direct elicitation is required. Expanded questionnaire related to transitive events is essential without using naturalistic text data, an analyst may miss many important aspects of grammatical structure or may miss grammatical phenomenon altogether. The paper presenter offered extensive examples from `Khumi and Mru' Languages to highlight this aspect. The presenter also stressed some methodological considerations for this type of research words. He has suggested, with rare exceptions, direct/translational elicitation is unlikely to reveal those sorts of elements. Conversational texts would be best suited for this purpose.

In the discussion, Md. Mostafa Rashel focused on Prof. David's remark. He opined that the naturalistic texts are indeed important for discovering elements for language documentation. In this regard prof. David Peterson related, though corpus is worthwhile in language documentation, the use of naturalistic or conversational text is also useful as it is a natural part of a language.

In connection to the presented text, Prof. Shishir Bhattacharja linked that once he tried to compare noun phrase structure of seven languages during a research activity. In doing so, he developed different combinations of Bengali noun phrases and asked informants of other languages to translate those in their language. Then he got verification from other informants of those languages whether those combinations are natural in their mother tongues. Then, he compared the structures of those languages. Relating this experience, he enquired if this kind of procedure is valid or not. In this regard Prof. David commented, first of all, speakers can vary and there may be effect of different experimental conditions. There is also different methodology of getting data. Therefore, the result of experiments may become varied. Sometimes, it might be difficult to get the desired combination or result. He also suggested that the output would be more authentic if it is verified with a corpus of those languages. There should be

honesty regarding the variations. The best data is the ones that members of the language community use in their daily activities. Md. Mostafa Rashel commented regarding controlled data of the elicited text that sometimes, the informants might give the exact translation of the data. So, it may be difficult to get what is being sought after. This may cause some problem.

One of the participants enquired of the use of naturalistic texts. She requested Dr. Peterson to cite specific example of text, method or technique to inform such description. Dr. David said, it may become challenging to address the onomatopoeic or idiophonic expressions if direct translation is used. Ms. Farhana Yasmin Jahan of BNCU wanted to know about the missing lineages are addressed during translation. Dr. David suggested that the best way to address such situations would be to use a consultant who can speak in both the languages.

Dr. Muhammad Zakaria Rahmen presented his paper titled ***Relative-correlative Clauses in Hyow (Khyang): Evidence of Contact-induced Changes.*** The paper presented a comprehensive discussion on relative-corelative (RC-CRC) construction in Hyow. The language Hyow or khyang has approximately four thousand speakers. It has two varieties: Laitu and Kongtu. It belongs to Southeastern SC (aka Kuki-Chin) group. Speakers of this language probably migrated after the fall of Arakan in 1784. There is a long-standing contact with the superstrate language Bangla. It also has an extensive contact with Marma and earlier contact with Arakanese, the Burmese varieties spoken in the Chittagong Hill Tracts and Rakhine respectively. Regarding typological features the presenter said that Hyow words are mostly monosyllabic except for compounds and loanwords from Bangla, Marma and Arakanese. It continues the initial voiceless nasals inherited from Proto-South-Central, as do the Core Central SC languages. It is a tonal language with three lexical tones: high level (H), low level (L) and high falling (F).

This paper described about some of the typological features of Hyow Language. There are no gender markers in Hyow. Nouns in Hyow are not generally marked for plurality. There is an associative plural marker, used only for kinship nouns. Hyow has several numeral classifiers. Hyow grammatical functions are mainly encoded by argument indexation on

verbs. The arguments are indexed on verbs following a person hierarchy 1, 2 > 3 (animate) > inanimate. There are several applicative markers and a morphological causative like other SC languages to increase the valence of verbs. Hyow is a verb-final language. Independent clauses usually take a predicate suffix which also marks the non-habitual aspect and complement clauses.

In the session, Md. Zakir Hossain, Research Officer from NCTB asked presenter about the challenges faced by the students in learning Copula Structures of Tripura Language.

Md. Mostafa Rashel, Assistant Professor of Linguistics, Daffodil University of Dhaka, has presented his paper titled ***Copula Structures of Tripura Language Variety: Usoi.*** In the paper he informed, Tripura language, known as Tripuri, is one of the major languages of Tripura state of North-East India. Tripuri is also known as Kokborok in Tripura state. Tripuri is also spoken in some parts of Bangladesh; especially, in the Chittagong Hill Tracts (CHT). Total number of Tripura people in Bangladesh is about 133,789 (BBS Census, 2011). Tripura language belongs to Bodo-Garo group of the Tibeto-Burman (TB) branch of the Sino-Tibetan family.

Ethnically, the Tripuris are originally from Boro people in Assam in North East India (Haque 2014: 34, Jamatin 1996: 1671). The presenter provided extensive details of the copula structures of Usoi. Some of the information in this paper was elicited but those are supported by text examples. He pointed that the existential copula tone can occur with one noun phrase in an existential sentence. As Tripura is a verb-final language, the Tripura copula verb normally comes at the end of the clause. There are three copulas that exist in Tripura language: Equational, Locational and Existential. Copulas also occur with a following modal mai plus past -se meaning `could/might'. After the presentation, Md. Mahmudul Amin, Training Specialist from NAEM wanted to know from the key-note presenter how the students at pre-primary level articulate vowel sounds in Dompa Language of Ghana.

Dr. Ester Manu-Barfo from Ghana presented their papers. In her paper titled ***An Overview of the Structure of the Dompo Language of Ghana,*** Dr. Ester Manu-Barfo explained some aspects of the structure of the Dompo language.

It refered to both the language and its speakers, in the North-Western part of the Bono Region of Ghana. It is a moribund language with about three remaining speakers. The speakers shifted to speaking Nafaanra. Dompo is only used during festivals and in some rituals. It is used in the funerals, marriage and puberty ceremonies. The presenter expressed his deep concern that Dompo is one of the endangered languages. She explained some reasons about the extinction of Dompo. Most of the people are not used to speak Dompo language nowadays. Therefore, several initiatives have been taken to revive this language which is going to be extinct.

The presenter informed that work on the Dompo language started in March 2016. Evening classes were started for children in July 2018. A Learner's Manual was compiled to aid in teaching and learning. The Learner`s Manual described the internal organs of human body. It also discussed about the animals, such as cow, goat, hen, etc. A grammar book has been written on the language. Two folktale books with illustration have been produced. There are also some strategies to revive Dompo. An online dictionary has been created recently to revive the language. A master apprentice program is ongoing. Efforts are being made to secure funding to help in a revitalization project of the language.

The Language is widely believed to be an isolate (Blench 2007: Dimmene daal 2011) There is also an argument that Dompo is closely related to Gonja and therefore belongs to the North Guang language family (painter 1967, Blench 2007). This research believed that Dompo should be treated as part of the North-Guang language group and not as an isolate. She discussed about phonology and structure of noun in Dompi. The phonology of Dompo exhibits 9 phonemically distinct vowel systems. Consonant sounds (lv/and/z/) are not present in Dompo as well as in other Guang languages. There are some lexical similarities that Dompo and some North-Guang Languages exhibit that make them look alike. There are few numbers of prefixes that are used as noun class markers in the language. This paper concluded of with a discussion of clause structures.

In the seminar, Dr. Netra P. Paudyal has presented his paper titled ***Distribution of Classifiers and 'Measure Words' in Khortha and discussed about the issue elaborately.*** The presenter discussed about the background of the

Khortha language, numeral classifiers, measure words, etc. He also discussed about the linguistic situation in Jharkhand, one of the linguistically most diverse origins of the subcontinent. He explained languages from three different families: Indo-Aryan (Indo-European), Munda (Austro- Asiatic) and Dravidian. There are around 32 languages, broadly categorized into two groups: Indo-Aryan languages (4) and Tribal (indigenous) languages (28). Indo-Aryan languages function as lingua franca in the region. There are Sadri/Nagpuri (ca.12mil.), Khortha (ca.8mil.) and panchparyani (y) a (ca.200.000) Magadhan group, commonly known as sadan/sadari languages in Jharkhand. Khortha, Sadri/Nagpuri, Kurmali and panchparganiya are considered as separate languages in Jharkhand. The local view is that all these languages derive from the same source and form a separate group. According to Grierson (1903), Khortha, Kurmali and panchpargamiya are Eastern Magahi dialects while Sadari is a Bhojpuri dialect, followed by most modern (non-native) researchers. He has articulated that all these four languages are highly similar with respect to vocabulary.

He has also discussed about numeral classifiers in Khortha. Real patterns of numeral classifiers have been studied in several Asian languages. There are several studies on the classifiers system of Bengali, Assamese, Maithili and so on. In this discussion, he provided a detailed description on previously unstudied classifiers, their functions and distributions in Khortha. Some of these classifiers are used post nominally to make specificity or definiteness of the object; however, such specificity is not found when they attach to numerals. He explained the matter through different examples. He also focused on “Measure Words” which appear to describe the shape, size and quantity of something. These are assumed to belong to the class of classifiers and described as mensural classifiers or “Measure Words”. These are used in combination with a numeral to indicate an amount of something often represented by a mass noun (e.g.) “two grains of rice”). Numeral classifiers and measure words are mutually exclusive in constructions in Khortha. Measure words are of various types; some are general measure words while some others are specialized.

The main focus of the seminar was a query of the correlation between language structure and language documentation. At the end of the Session II,

Director General of International Mother Language Institute (IMLI) Professor Dr. Hakim Arif summed up the whole session. He thanked everybody for participating at the event and wrapped up the conference.

The moderator of the International Seninar was Md. Abdul Mumin Musabbir, Deputy Director (Training). Professor Md. Abdur Rahim (UNESCO affairs & Research) and Mohammad Mahbubur Rahman Khan, Assistant Director (Admin) were the reporters of the seminar.

Director General of International Mother Language Institute (IMLI) Professor Dr. Hakim Arif provided overall support in successful completion of the seminar.

Annex - i

জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধগুলোর সারসংক্ষেপ (Abstracts)

1. The nature of social communication of Bengali autistic children

Tamanna Taskin
Assistant Professor (Social Work)
BCS (General Education) & PhD Candidate
Department of Communication Disorders, University of Dhaka

Background: Autism Spectrum Disorder ASD) covers a set of developmental disabilities that can cause significant social communication and behavioral challenges. All children with autism have verbal and nonverbal social communication impairments.

Objective: The study was done to identify and evaluate the nature of social communication of Bengali autistic children.

Method: This descriptive observational study was conducted in Bengali autistic children aged between 5-17 years. In addition, teachers of special schools and caregivers were included in the study. Purposive sampling technique was adapted. Data were collected in the special school setting in Dhaka city through face-to-face interview. The total sample size was 45 including 15 autistic children.

Results: Male was predominant (66.67%) in this study. About 53.33% mother had over 25 ages during the birth of their autistic child and 80% had no family history of mental illness. About 40% had 5 family members and 46.67% spent 10,000- to 50,000 (taka) for education and treatment purpose. About 50% was service holder. Among the participants only (66.67%) identified 'happy' and (26.67%) 'sad' emotion related picture. About 11(73.33%) did not understand turn taking. Most of them had poor eye contact, echolalia, neologism, hand flapping and hand twisting issues. About 20% identified 'flag' picture and about 40% could make introduce International Mother Language Day celebration (Shahid Miner) picture.

Conclusion: The study tries to find out the extend of social communication problem in Bengali children with autism. It will open the scenario of actual impairment and nature of social communication of Bengali culture.

2. Analysis of Disability Exclusion from the Health Care Services of Bangladesh During Covid 19

Sharmin Ahmed
Assistant Professor
Dept. of Communication Disorders, University of Dhaka

Abstract: The study highlights mainstream health service's loopholes to attain disabled citizens of Bangladesh during the covid-19 pandemic. The complications overlays with existing medical practice, policy gaps, stakeholder's mental understanding and neoliberal state system. As a result, the marginalized community left almost unattended during such emergency, which provides a reality check on their importance for the nation and this traditional society structure. The research work done through secondary data analysis method and available contemporary information were provided. Finally, it provided some possible recommendations for future crisis management for disabilities.

৩. বাংলাদেশে 'ভাষিক যোগাযোগ স্বাস্থ্য': একটি পেশাগত ক্ষেত্র প্রস্তাবনা ও স্বাস্থ্যখাতে এসডিজি বাস্তবায়ন সম্ভাবনা

তাওহিদা জাহান
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন
যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে স্পিচ থেরাপি বা 'বাচন-ভাষা থেরাপি' পেশা প্রায় চল্লিশ বছরেরও অধিককাল ধরে চালু রয়েছে। এটি এদেশের মানুষের বাচন, ভাষা ও যোগাযোগের অসঙ্গতি, বৈকল্য ইত্যাদি দূর করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতের সেবা প্রদান করে আসলেও এদেশের নীতি-নির্ধারকেরা স্পিচ থেরাপি পেশাকে স্বাস্থ্যখাতে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের তৎপরতা দেখাননি। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে এবং এই পেশা ও ক্ষেত্রকে স্বাস্থ্যখাতভুক্ত করার গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যোগাযোগ বৈকল্যে অধ্যয়নরত ৪০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এ সংক্রান্ত উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, এই পেশা ও ক্ষেত্রকে আবশ্যিকভাবেই স্বাস্থ্যখাতের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এতে করে দেশের মানুষের যোগাযোগ স্বাস্থ্য যেমন সমৃদ্ধ হবে, তেমনি স্বাস্থ্যখাতের এসডিজি লক্ষ্য বাস্তবায়নও ত্বরান্বিত হবে।

৪. বাংলা ভাষী ব্রোকা এ্যাফেজিকদের ব্যাকরণ বৈকল্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ

ড. মনিরা বেগম
সহযোগী অধ্যাপক
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচ্য গবেষণা কর্মের মূল গবেষণা প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাভাষী ব্রোকা এ্যাফেজিকদের ব্যাকরণ বৈকল্যের কী ধরনের স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়? এই গবেষণাকর্মে বাংলাভাষী ব্রোকা এ্যাফেজিকদের ব্যাকরণবৈকল্যের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য যেসব ব্যাকরণগত উপাদান নির্বাচন করা হয়েছে, তা হলো- বদ্ধ রূপমূলের ব্যবহার, বিভিন্ন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার, ক্রিয়ারূপের সম্প্রসারণ, বাক্য ব্যবহার ও জটিল বাক্য সংগঠন অনুধাবন দক্ষতা। এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে যেহেতু বাংলাভাষী ব্রোকা এ্যাফেজিকদের ভাষিক বৈশিষ্ট্যের আন্তঃশৃঙ্খলা উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে এর সাধারণ প্রবণতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাই এ গবেষণাটি গুণগত প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও কিছু পরীক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। গবেষণাকর্মে উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাভাষার বিভিন্ন ধরনের ব্যাকরণিক উপাদান সমন্বিত চিত্র ও বাক্য। ব্রোকা এ্যাফেজিকদের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় তাঁরা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাকরণগত ঘাটতি প্রদর্শন করে থাকে। মূলত অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক ভিন্নতার জন্য প্রতিটি ভাষার ব্যাকরণ বৈকল্যের ধরনও ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এ গবেষণাটিতে বাংলাভাষার ব্যাকরণগত উপাদানের কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাকরণবৈকল্যের প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাভাষী ব্রোকা এ্যাফেজিকদের বাক্য ব্যবহারের দক্ষতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুরো বাক্য বলতে সক্ষম হননি, অনেকেই শুধু ক্রিয়াপদ বা মূল শব্দ বলার মাধ্যমে উত্তর প্রদান করেছেন। গবেষণাপ্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে বাংলাভাষী ব্যাকরণ বৈকল্য আক্রান্ত রোগীদের ভাষার বিভিন্ন ব্যাকরণিক উপাদান, যেমন বদ্ধ রূপমূলের ব্যবহার, বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ, ক্রিয়ারূপের দভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি লক্ষ করা যায়। সার্বিকভাবে বলা যায় ব্যাকরণবৈকল্যের ফলে ভাষাভেদে নির্দিষ্ট ব্যাকরণিক উপাদানগুলো বাদ পড়ে যায়, যা স্বাভাবিক ভাষা প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। বাংলাভাষী ব্রোকা এ্যাফেজিকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

5. Neuroimaging & Post Stroke Aphasia: Insight and Association in Bengali population

Dr. Sadia Salam
Associate Professor
National Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (NINMAS), Dhaka

Rationale: No studies has still reported regarding the frequency rate of post aphasia for Bengali population. This study aimed to evaluate the frequency rate of aphasia type and the relations between clinical presentation and neuroimaging findings.

Methods: A prospective quantitative study was conducted among 131 patients with aphasia after ischemic stroke underwent Hakim-Sadia's Aphasia Assessment tool 2019 (H-SSAAT 19) and CT or MRI techniques to estimate the current status in three esteemed tertiary hospitals for 1 month.

Results: Male patients with Broca's Aphasia were predominantly found after stroke. 80% patients had Broca's aphasia, 18.3 % with Global aphasia and 1.5% had Wernicke's aphasia. Total 23 areas with ischemic change were identified through neuroimaging. In case of Broca's Aphasia, 44.8% patients presented with generalized brain atrophy with peri ventricular ischemia (P= 0.094). On the other hand, Wernicke's Aphasia is associated with lesions in sylvian fissure (P= 0.000) and Global Aphasia was associated with lesion in the left middle cerebral artery territory (P= 0.000).

Conclusion: Frequency rates were found relatively different from existence literature might be due short sample size and, to some extent, sociocultural stigmata and differences form those countries.

Annex-ii

Abstracts of the Papers Presented at International Conference

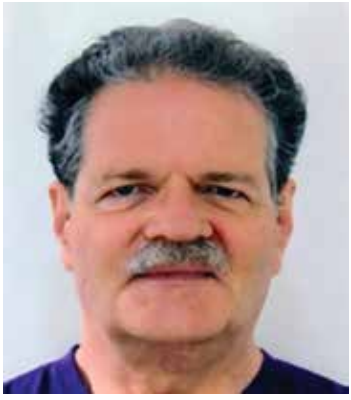

Professor David Bradley
Keynote Speaker (Australia)

Biography : Prof David Bradley is Emeritus Professor of Linguistics at La Trobe University in Melbourne. He is also President of the UNESCO Comité International Permanent des Linguistics and editor or member of the editorial board of various international journals and monograph series. He has published very widely on sociolinguistics and historical linguistics and has documented a number of Tibeto-Burman languages, most notably Lisu. His 2019 Cambridge University Press book *Language Endangerment* is the culmination of many years of theoretical and practical research on language contact and the maintenance and reclamation of languages.

Title: ***Why Language Documentation is Essential for Education and Community Development.***

Abstract: In Myanmar, Thailand and China, official policy supports early mother tongue education for ethnic minority groups, though the implementation has not always followed the nominal policy. For Tibeto-Burman ethnic minority languages in particular, extensive efforts have been underway in China since the late 1950s, in Thailand since the 1970s and in Myanmar especially since 2015 but also before. Laos and Vietnam have positive policies for ethnic minority groups, but these do not extend to support for their languages.

A case study of a Tibeto-Burman language spoken in China, Myanmar, Thailand and India will be discussed. Lisu is a recognized national minority of China, an officially recognized ethnic group of Myanmar and Thailand, and a scheduled tribe of India. Since 1917 Lisu has been written with a romanized script in China and Myanmar, extending more recently to Thailand and India. After a short experiment with *pinyin* script in China from 1959, since 1983 Lisu in all four countries use the 1917 script, and there is extensive publication of educational and cultural materials using this script in China, Myanmar, Thailand and India.

The Lisu example shows that a widely-accepted standard orthography and its use in education can be strong unifying factors in maintaining and developing an ethnic minority, also leading to better learning of the national language, improved access to mainstream education, and full participation in national life.

Thus it will be a great step forward for Bangladesh if a similar mother tongue education policy can also be implemented among tribal groups in Bangladesh.

Dr. David A. Peterson
(USA)

Biography: David A. Peterson is Associate Professor in the Department of Linguistics at Dartmouth College, specializing in morphosyntactic typology, discourse analysis, and language change. Since the 1990s he has engaged in research on the Tibeto-Burman languages of Bangladesh, Northeast India, and Burma. In the Chittagong Hill Tracts, he has especially concentrated on the collection of documentary materials for Khumi, Mru, and Rengmitca. He also has conducted workshops in language documentation at Bangladeshi universities in order to promote the study of minority languages by Bangladeshi linguists.

Title: ***The crucial role of naturalistic texts in language documentation and description: Some lessons from work with languages of the Chittagong Hill Tracts***

Abstract: By now it is a given that the collection of high-quality recordings of naturalistic texts and their careful analysis constitute essential aspects of modern language documentation. Less obvious is the critical nature that such texts play in the adequate description of languages' grammars. While prefabricated and standardized wordlists and questionnaires may seem adequate (and, indeed, for certain topics they, too, may be necessary) to capture the essential characteristics of a language's grammatical system, naturalistic texts nearly always reveal structures and phenomena which would escape the attention of linguists if such materials were not utilized in analysis. This talk will illustrate this point with some key examples drawn from the speaker's own experience in working with Bangladeshi minority languages of the Chittagong Hill Tracts.

Dr. Netra P. Paudyal
(German)

Biography: Dr. Netra P. Paudyal holds a PhD degree in General Linguistics from the University of Zurich, Switzerland. After his PhD, he was awarded a Humboldt Fellowship (Germany) to continue his research at the University of Kiel, where he conducted his post-doctoral level research in one of the highly endangered languages spoken in Nepal. He has been working at the University of Kiel as a research scholar and conducting his linguistic research in the eastern regions of India and Nepal. He is interested on Tibeto-Burman, Indo-Aryan and Austro-asiatic languages and language contact in South Asia.

Title: ***Distribution of Classifiers and 'Measure Words' in Khortha***

Abstract: Areal patterns of numeral classifiers have been studied in several Asian languages. Emeneau (1956) was probably the first work that focused on distribution of classifiers while defining India as a 'linguistic area'. Although classifiers (except some 'measure words') are virtually absent in the western Indo-Aryan language like Hindi, they are extremely common in a number of Eastern Indo-Aryan languages, for example Bengali, Assamese, Maithili and so on. Khortha, an Eastern Indo-Aryan language spoken primarily in Jharkhand, is not an exception. Some of such classifiers are borrowed from neighboring Munda (Austro-Asiatic) languages because of the prolonged contact between the Indo-Aryan and Austro-Asiatic speakers in the eastern part of India. The classifier phenomenon in Khortha and Austro-Asiatic may profitably be seen as being part of a wider areal context, one that is out of kilter with respect to the ongoing exploration of South Asia as a linguistic area as pointed out by Emeneau. In this talk, I present a detailed description of previously unstudied classifiers, their functions and distributions in Khortha, an Eastern Indo-Aryan lingua franca of Jharkhand.

Dr. Muhammad Zakaria Rahmen
(Japan)

Biography: Zakaria has been working on a project titled *Reconstruction of the middle-marking morphology and its functions in Southern Chin* as a Japan Society for the Promotion of Science Postdoctoral Fellow at Osaka University. Previously, he held a postdoctoral position at the School of Oriental and African Studies, University of London and worked on a project titled *Documentation and description of the Laitu language, with a focus on endangered cultural practices,* which was funded by the Endangered Languages Documentation Programme (ELDP) from 2018 to 2020. Zakaria completed his PhD at Nanyang Technological University, Singapore in 2018. He wrote a grammar of Hyow as his doctoral dissertation. The grammar is accepted by De Gruyter Mouton for publication in 2023.

Title: ***Relative-correlative Clauses in Hyow (Khyang): Evidence of Contact-induced Changes***

Abstract: South Central Tibeto-Burman (also known as Kuki-Chin) forms a group of fifty languages spoken in the border area of Bangladesh, India and Myanmar. Due to their geographic distribution, the South Central people are in close contact with the speakers of superstrate languages, Bangla, Hindi and Burmese. The inevitable consequences of this longstanding contact on lesser-known languages of this region are understudied, especially structural diffusions. This talk presents a comprehensive discussion on relative-correlative (RC-CRC) construction in Hyow, a Southeastern South Central language spoken by approximately four thousand people in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, where they are in close contact with Bangla and Marma. The examples presented in this talk demonstrate how the RC-CRC construction in Hyow is structurally and distributionally similar to those in Indo-Aryan languages. This talk also presents a brief discussion of the source of RC-CRC replication in Hyow.

Dr. Ester Manu-Barfo
(Ghana)

Biography: Dr. Esther Manu-Barfo had both her undergraduate and MPhil degrees from the University of Ghana. She obtained her PhD degree from La Trobe University, Australia. Her thesis, titled *'A Descriptive Grammar of the Dompo language of Ghana'* is the foremost grammar written on the critically endangered language. Her research interests include language revitalisation, Second Language Acquisition of the Dompo language and Artificial Intelligence and its application to African languages and the field of documentary linguistics. She is a lecturer at the University of Ghana, Legon, Accra-Ghana.

Title: ***An Overview of the Structure of the Dompo Language of Ghana***

Abstract: This paper borders on some aspects of the structure of the Dompo language, a moribund language spoken in the North-Western part of the Bono Region of Ghana, West Africa. Dompo is currently spoken by about three remaining speakers who do not actively speak the language amongst themselves. The data for this presentation covered an immersion fieldwork duration of ten months in Dompofie, the community where Dompo is spoken. The Basic Linguistic Theory (Dixon 1997, 2010; Dryer 2006) was used as a framework to analyse the data and in effect describe the language in its natural milieu. The paper discusses the phonology of Dompo, which exhibits a 9 phonemically distinct vowel system. Oral and nasal vowels are also phonemic in the language. There are 27 consonants in Dompo. The high and low tones are the basic level tones used to distinguish lexical and grammatical differences in words and sentences. The basic syllable type is CV. There are a small number of prefixes that are used as noun class markers in the language. Tense, Aspect, Mode and Negation are marked by pre-verbal morphological markers. The paper concludes with a discussion of clause structures such as relative, complement, adverbial clauses and serial verb constructions.

Md. Mostafa Rashel
(Bangladesh)

Biography: Md. Mostafa Rashel is an Assistant Professor of Linguistics at Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh. He completed his PhD research from La Trobe University in Melbourne, Australia in 2022. He wrote a grammatical description of Tripura language as his doctoral dissertation. His thesis, titled *'A Grammar of Tripura'* is the first comprehensive grammar written on the Tripura language. He has archived the data itself with the world-class linguistics repository PARADISEC (the Pacific and Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures) at University of Sydney, Australia as *Tripura Recordings* (2017). His research interests include language revitalization, computational linguistics, NPL, endangered indigenous language and language documentation. He has number of publications on endangered languages of CHT.

Title: ***Copula Structures of Tripura Language Variety: Usoi***

Abstract: Tripura language, known as Tripuri, a Tibeto-Burman language is spoken in southern area of the Chittagong Hill Tracts (CHT), especially in Bandarban, Khagrachari, and Rangamati of Bangladesh, and Tripura state in North-East India. Tripuri is also known as Kokborok in Tripura state. The total number of Tripura in Bangladesh is about 133,789 (2011 census of Bangladesh). The present data collected from the villages of Bandarban based on corpus linguistic method. This paper will present the entire copula structures of Usoi: A variety of Tripura language. As it is a verb-final language, the Tripura copular verb normally comes at the end of the clause; the Ø form is equational present and past, also predicate adjective present and locational present non-negative only; this is glossed as COP. The *oŋ* form is equational and predicate adjective future. The *tóŋ* form is existential except present and past negative, also locational past and future, and predicate adjective past. The suppletive *kroi* form is present locational and existential negative and past existential. Note that the past suffix *-se* only occurs in positive statements with Ø or *tóŋ*. Copulas also occur with a following modal *mai* plus past *-se* meaning 'could/might'. The existential copula *tóŋ* can occur with one noun phrase in an existential sentence and is also used for possession with the possessor NP in the possessive form and the possessed NP unmarked.

জাতীয় সেমিনারের আলোকচিত্র

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনীপর্বে উপস্থিত
সভাপতি মহোদয়, প্রধান অতিথি ও
বিশেষ অতিথিবৃন্দ

জাতীয় সেমিনারে উপস্থিত
অংশগ্রহণকারীবৃন্দের একাংশ

আমাই-এর মহাপরিচালক, পরিচালক এবং
প্রবন্ধ উপস্থাপনকারীবৃন্দ

আমাই কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে
প্রবন্ধ উপস্থাপনকারীবৃন্দ

Photos of International Conference

আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনীপর্বে
বিশেষ অতিথি, সভাপতি ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

আন্তর্জাতিক সেমিনারে ভার্চুয়ালি উপস্থিত
ধারণাপত্র উপস্থাপনকারী এবং
প্রবন্ধ উপস্থাপনকারীবৃন্দ

আন্তর্জতিক সেমিনারে উপস্থিত
অংশগ্রহণকারীবৃন্দের একাংশ

আলোচকবৃন্দের সাথে
আমাই-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
Website: www.imli.gov.bd, E-mail: imli.moebd@gmail.com